বাণিজ্য সংবাদ

আই-২০'এর নয়া সংস্করণের রেকর্ড বুকিং

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : ক্রেতাদের কাছে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে হুন্ডাইয়ের আই-২০ মডেলের নয়া সংস্করণ। বাজারে আসার পর প্রথম ২০ দিনে গাড়িটির ২০ হাজার বুকিং পেরিয়েছে। দেওয়ালির সময় ৪ হাজারেরও বেশি গাড়ি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া। সংস্থার বিপণন ও পরিষেবা বিভাগের ডিরেক্টর তরুণ গর্গ জানিয়েছেন, ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়ছে সংস্থার ব্লু লিংক প্রযুক্তি নিয়ে। ৪৫ শতাংশ গাড়ির বুকিংই এই প্রযুক্তি সহ মডেলে হয়েছে। আই-২০'এর সানরুফও ক্রেতাদের কাছে সাড়া ফেলে। বুকিং করা ৩৫ শতাংশ ক্রেতাই সানরুফ সহ আই-২০ কিনতে চেয়েছেন। ২৫ শতাংশ ক্রেতা অত্যাধুনিক ট্রান্সমিশন নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন। আই-২০'এর এই নয়া সংস্করণে ১.৫১ ইউ ২ সিআরডিআইবিএস-৬ ইঞ্জিনও ব্যবহার করা হয়েছে। এমন মডেল কিনতে চেয়েছেন ২০ শতাংশ মানুষ। এই মুহূর্তে ভারতে ১১টি মডেলের গাড়ি বিক্রি করছে হুন্ডাই। মডেলগুলি হল স্যান্ট্রো, গ্র্যান্ড আই ১০, গ্র্যান্ড আই-১০ নিওস, এলিট আই-২০, অরা, ভেনু, ভার্নার নয়া সংস্করণ, ক্রেটা, ইলানট্রা, টাসকন ২০২০ এবং কোনা ইলেক্ট্রিক।

রিলায়েন্স রিটেলে ৪৭ হাজার কোটির লগ্নি

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : রিলায়েন্স জিওর পর রিলায়েন্স রিটেল ভেঞ্চার্স লিমিটেড। একের পর এক বিদেশি সংস্থার লগ্নিতে গত দু'মাসে ৪৭,২৬৫ কোটি টাকা ঘরে তুলল মুকেশ আম্বানির এই সংস্থা। রিলায়েন্স রিটেলের তরফে জানানো হয়েছে, সংস্থার ১০.৯ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে এই অর্থ এসেছে ভাঁড়ারে। এখন রিলায়েন্স রিটেলের মোট শেয়ার মূল্য ৪.৫৮৭ লক্ষ কোটি টাকা। রিলায়েন্স জিওকে দেশের এক নম্বর টেলিকম সংস্থায় পরিণত করার পর রিলায়েন্স রিটেলকেও শীর্ষে নিয়ে যেতে চান মুকেশ। অ্যামাজন ইন্ডিয়া এবং ওয়ালমার্টের ফ্লিপকার্টকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অনলাইন গ্রসারি পরিষেবা 'জিও মার্ট' এনেছে রিলায়েন্স। 'নেটমেড'-এর মতো ওষুধ ব্যবসা এবং 'আরবান ল্যাডার'-এর মতো ফার্নিচার ব্যবসা কিনে সব ধরনের পণ্য বিক্রি করতে উদ্যোগী হয়েছে রিলায়েন্স রিটেল।

অর্থনীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন আইএমএফ

ওয়াশিংটন, ২১ নভেম্বর : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯ ভাইরাসের দ্বিতীয় দফার সংক্রমণ শুরু হয়েছে। সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে সতর্কবার্তা দিলেন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা। তিনি বলেন, 'জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে বেশ কয়েকটি দেশের অর্থনীতি ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তবে সেই উত্থান ফের ধাক্কা খেতে পারে। সংক্রামিতের সংখ্যা বাড়ায় উত্থানের গতি শ্লথ হয়েছে।' বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে আইএমএফ প্রধানের পরামর্শ, আর্থিক সাহায্য চালিয়ে যেতে হবে। পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকারি খরচ বাড়াতে হবে। তবেই কর্মসংস্থান বাড়বে।' সাম্প্রতিক অতীতে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছিল, চলতি বছরে বিশ্ব অর্থনীতি ৪.৪ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন আইএমএফ সুপ্রিমো।

বাজারে আসছে রেনো 'কিগার'

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : খুব শীঘ্রই বাজারে আসছে ফরাসি গাড়ি নির্মাতা সংস্থা রেনোর নতুন সাব-কমপ্যাক্ট এসইউভি 'কিগার'। সম্প্রতি গাড়িটির একটি টিজার প্রকাশ করেছে তারা। কিছুদিন আগে রেনোর তরফে জানানো হয়েছিল, আগামী বছরের গোড়ায় একটি নতুন মডেল আনবে তারা। তাই মনে করা হচ্ছে, এই বছরের শেষে হয়তো আত্মপ্রকাশ করবে 'কিগার'। এই সাব-কমপ্যাক্ট এসইউভি তৈরি করতে সহযোগী সংস্থা নিশানের 'ম্যাগনাইট' এসইউভির প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। আকর্ষণীয় ডিজাইনের পাশাপাশি কিগার মডেলে একাধিক ফিচারের চমক থাকছে। সামনের দিকের ডিজাইন রেনোর অন্যান্য মডেলের থেকে আলাদা। এলইডি আলোর পাশাপাশি বড় টাচ স্ক্রিন, স্বয়ংক্রিয় এসি, ইলেক্ট্রিক সানরুফ, ৩৬০ ডিগ্রি ক্যামেরা সহ একাধিক ফিচার থাকছে কিগারে। ৩ সিলিন্ডার ও ১ লিটার পেট্রোল ইঞ্জিন থাকছে।

অক্টোবরে গাড়ি বিক্রি বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : উৎসবের মরশুমে স্বস্তি মিলল গাড়ি শিল্পের। বাড়ল গাড়ি, মোটর সাইকেল, স্কুটার সহ বিভিন্ন যানবাহন বিক্রির সংখ্যা। সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স (এআইএএম) তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, অক্টোবরে যাত্রী গাড়ি বিক্রি ১৪.১৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ২৯৪টি। ২০১৯-এর অক্টোবরে এই সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৩৭। যাত্রী গাড়ি উৎপাদন ৩১.৭৪ শতাংশ বাড়িয়ে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৯১টি করেছে গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলি। দু'চাকার গাড়ি বিক্রি ১৬.৮৮ শতাংশ বেড়ে অক্টোবরে হয়েছে ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮১৪টি। ২০১৯-এ এই সংখ্যাটি ছিল ১৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৮০টি। যাত্রী গাড়ি এবং দু'চাকার গাড়ি বিক্রি বাড়লেও তিন চাকার গাড়ি বিক্রি ৬০.৯১ শতাংশ কমে হয়েছে ২৬ হাজার ১৮৭টি। দেশে ধীরে ধীরে কোয়াড্রি সাইকেলের চাহিদা বাড়ছিল। সেই কথা মাথায় রেখে অক্টোবরে উৎপাদন বাড়িয়েছিল গাড়ি সংস্থাগুলি। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে অক্টোবরে একটিও কোয়াড্রি সাইকেল বিক্রি হয়নি।

১৩,০০০-এর কাছে নিফটি, ৪৪,০০০-এ সেনসেক্স

নতুন বুল মার্কেটে কি ভারতবর্ষ?

বোধিসত্ত্ব খান

বর্তমান বাজার যে ঘোর অনিশ্চয়তা থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে ছুটছে, তার কারণটাই এটা যে, মানুষ আশার ওপর নির্ভর করছে। কবে বোঝা যাবে বিশ্ব অর্থনীতি নিজের বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছে? যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকবে, তখন সেটার মানে হবে পৃথিবী স্বাভাবিক হচ্ছে। যখন তেলের চাহিদা তুঙ্গে থাকে তখন বিভিন্ন দেশের কলকারখানা লজিস্টিক্স, উড়ান পূর্ণ মাত্রায় কাজ করতে থাকে। তবে তা ভারতবর্ষের জন্য খুব একটা সুখকর নয়। কারণ ভারতে জ্বালানি তেলের অধিকাংশটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং তার সঙ্গে রয়েছে সোনা। সোনার দাম যেভাবে বেড়েছে, সেটা ভারতের জন্য চিন্তারই বটে। সোনা এবং জ্বালানি তেল ভারতের জন্য সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথার কারণ।

প্রায় প্রতি সপ্তাহে যেভাবে শেয়ার বাজার তার সর্বকালীন উচ্চতা ভাঙতে থাকছে, নতুন বিশেষণ খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাতে একের পর এক ধাক্কা কাটিয়ে সেনসেক্স এবং নিফটি যেভাবে ওপরে উঠছে, তাতে বিবিধ কারণ দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। তবে মহামারির প্রতিষেধক অনেকাংশে কার্যকর হতে চলেছে, এই আশ্বাসবাণী বিশ্বের প্রতিটি অর্থনীতিকে চনমনে করে দিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, সামনের বছর থেকে বিশ্ব আবার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে শামিল হতে পারবে। তবে এর মধ্যে কয়েকবার যে শেয়ার বাজারে সংশোধন আসবে না, এমনটি নয়। একটি বুল মার্কেটেও শেয়ার বাজার নীচে নামে, কিন্তু তাতে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার কিনে ঘরে রাখতে সুবিধা হয়। বর্তমান বাজার যে ঘোর অনিশ্চয়তা থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে ছুটছে, তার কারণটাই এটা যে, মানুষ আশার ওপর নির্ভর করছে। কবে বোঝা যাবে বিশ্ব অর্থনীতি নিজের বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছে? যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকবে, তখন সেটার মানে হবে পৃথিবী স্বাভাবিক হচ্ছে। যখন তেলের চাহিদা তুঙ্গে থাকে তখন বিভিন্ন দেশের কলকারখানা লজিস্টিক্স, উড়ান পূর্ণ মাত্রায় কাজ করতে থাকে। তবে তা ভারতবর্ষের জন্য খুব একটা সুখকর নয়। কারণ ভারতে জ্বালানি তেলের অধিকাংশটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং তার সঙ্গে রয়েছে সোনা। সোনার দাম যেভাবে বেড়েছে, সেটা ভারতের জন্য চিন্তারই বটে। সোনা এবং জ্বালানি তেল ভারতের জন্য সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথার কারণ।

দুর্ভাগ্য যে, ভারত বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সেরা কোল রিজার্ভ বা কয়লার ব্যবহার করে উঠতে পারেনি। এখন কয়লা ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে নয়তো কলকারখানার স্মেলটারে। হয়তো অনেক মানুষ অবাক হবেন যে, জ্বালানি তেল আমদানির সঙ্গে কয়লাখনির সম্পর্ক কী। এককথায়, ভারত তার হাতে থাকা কয়লাভাণ্ডার ঠিকমতো ব্যবহার করলে তেল আমদানি কমানো সম্ভব। কিন্তু কীভাবে? যদি বলি যে, কয়লা থেকে তেল বা তরল জ্বালানি তৈরি হয় বা লিকুইড হাইড্রোকার্বন তৈরি হয়, তাহলে সেটা অবিশ্বাস্য লাগবে শুনতে। তবে কয়লা থেকে তেল উৎপাদন নতুন নয়। এই টেকনলজি অন্তত ৮০ বছরের পুরোনো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে তেল আমদানি করা সম্ভব ছিল না। তখন একটি বিশেষ পদ্ধতি যার নাম ফিশার ট্রপস প্রসেস, যা দিয়ে কয়লাকে তরল জ্বালানিতে পরিণত করা হত। এই তেল ব্যবহার হত ফাইটার প্লেন এবং কলকারখানা চালাতে। সেই সময় প্রায় ৮০ শতাংশ প্রয়োজন মিটেছিল জার্মানির। আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যাদের বিদেশ থেকে তেল আমদানি করতে হয়, তারা এই আর্টিফিশিয়াল ফুয়েল ব্যবহার করে। এই পদ্ধতির চালু নাম হল কোল টু এক্স বা কোল টু লিকুইড ফুয়েল (সিটিএল)। দক্ষিণ আফ্রিকার সাসোলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় নিয়মিতভাবে। কিন্তু ভারতে কোল মাইন অকশান নিয়ে কিছু সমস্যা থাকায় এই পদ্ধতি এখনও এখানে বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি ভারত সরকার এই কয়লা থেকে তেল তৈরি করার ব্যাপারে একটি সদর্থক ঘোষণা করেছে। লিগনাইট থেকেও তেল তৈরি সম্ভব। সেটাকে বলে ডিরেক্ট কোল লিকুইফ্যাকশন। এই পদ্ধতি কার্যকর হলে ভারতে বহু কোটি ডলারের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচবে। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া তরল জ্বালানি অতিউৎকৃষ্ট মানের। এর থেকে ভারতের কার্বন ক্রেডিটও বহু অংশে বৃদ্ধি পাবে। কারণ কয়লা এমনি পোড়ালে যে দূষণ হয়, সিটিএল থেকে উৎপাদিত তরল জ্বালানি তা অনেকটাই কমিয়ে দেয়। শুধু এই নয়, সব দেশই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে কেবলমাত্র জৈব জ্বালানির ওপর নির্ভর না করতে হয়। বারবার জোর দেওয়া হচ্ছে অপ্রচলিত শক্তির প্রচার ও প্রসারের ওপর। অটো কোম্পানির রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টগুলি ইলেক্ট্রিক গাড়ির উন্নতি নিয়ে লেগে রয়েছে। এখন যেমন আমাদের বিভিন্ন শহর বা হাইওয়েতে পেট্রোল পাম্প রয়েছে, ঠিক তেমনভাবে সমস্ত দেশজুড়ে ইলেক্ট্রিক চার্জ স্টেশন তৈরি হবে। বেঙ্গালুরুতে এই ধরনের স্টেশন কয়েক বছর আগে থেকে চালু রয়েছে। মাহিন্দ্রা, টাটা মোটরস বা বাজাজ অটো- সবাই বুঝেছে, ভবিষ্যতে নতুন যান এই ইলেক্ট্রিক গাড়ি। আমাদের শহরে বা গ্রামে চলা টোটো গাড়ি যার ছোট সংস্করণ। এই ইলেক্ট্রিক গাড়ির জন্য ব্যাটারি সরবরাহ অত্যন্ত আবশ্যক।

সৌভাগ্যবশত আমাদের দেশে অমারারাজা, এক্সাইড ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ভালো ব্যাটারি কোম্পানি রয়েছে। বিশ্বের ৪৬টি দেশে এক্সাইডের উপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া ছোট ছোট ব্যাটারি কোম্পানির মধ্যে সম্মানজনক নাম হল টাটা গ্রিন, লুমিনাস, এমকো ইত্যাদি। অন্যদিকে, মহামারির ছায়া মাথার ওপর থাকলেও সারা বিশ্বজুড়ে পরিকাঠামোগত উন্নতির আশায় চাঙ্গা হয়েছে স্টিল সেক্টর। দু'সপ্তাহ ধরে র‍্যালি করছে টাটা স্টিল ও জেএসডব্লিউ স্টিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রাফাইট কোম্পানিগুলির নাম। গ্রাফাইট ইন্ডিয়া, হেগ প্রভৃতি র‍্যালি করা শুরু করেছে গত সপ্তাহ থেকে। স্টিল তৈরিতে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল গ্রাফাইট। যে সেক্টরগুলি এতদিন নড়াচড়া করেনি, এবার সেগুলিতে উত্থান দেখা যাচ্ছে। ইন্টারেস্ট রেট অনেক কমে যাওয়ার ফলে মানুষ ঝুঁকছেন হোম লোন ও কার লোনের দিকে। এতে অবশ্যই উপকৃত হবে ব্যাংক, এনবিএফসি, অটো ও অটো অ্যানসিলারিজ। জমে থাকা ইনভেন্টরি বা অবিক্রিত ফ্ল্যাটের সংখ্যা কমতে পারে সেদিক থেকে। অর্থাৎ উপকৃত হতে পারে রিয়েল এস্টেট। ভালো ফলের আশায় রয়েছে ডিএলএফ, গোদরেজ প্রপার্টিজ, শোভা ডেভেলপার্সের মতো কোম্পানি। যেসব কোম্পানি যত তাড়াতাড়ি ঋণের বোঝা ঘাড় থেকে সরাতে পারবে, তারা ততই বিনিয়োগকারীদের সুনজরে পড়বে। রিয়েল এস্টেটের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তাদের ব্যালেন্স শিটের মাত্রাতিরিক্ত ঋণ। যত বড়ই কোম্পানি হোক না কেন, তাদের মাথায় অতিরিক্ত ঋণ থাকলে বিনিয়োগকারীরা পছন্দ করেন না। যে কারণে একসময়ের স্টার পারফর্মার যেমন জেপি অ্যাসোসিয়েট, সুজলন এনার্জি, ইউনিটেকের মতো কোম্পানি একেবারে বসে গিয়েছে। বিপুল পরিমাণ ঋণ রয়েছে আইডিয়া-ভোডাফোন, এনটিপিসি, বেদান্ত, রিলায়েন্স কমিউনিকেশন, টাটা মোটরস, আদানি পাওয়ার, ফিউচার রিটেল ইত্যাদি কোম্পানিগুলির। অনেক সময় বড় বড় কোম্পানিগুলি অতি দ্রুত ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য অতিরিক্ত ঋণ নিয়ে ফেলে ব্যাংকগুলির থেকে। কিন্তু হঠাৎ করে অর্থনৈতিক দুর্যোগ এলে ঋণশোধ বাকি পড়ে থাকে, তখনই হয় সমস্যা। একটি কোম্পানির স্বাস্থ্য ভালো কি না বোঝার জন্য গত পাঁচ বছরের নেট ডেট রেশিও দেখে নেওয়া উচিত। যদি বোঝা যায় যে, ঋণের পরিমাণ কমার পরিবর্তে দিনদিন বেড়ে চলেছে, তখন সেই কোম্পানি থেকে সাবধান থাকুন। যাই হোক না কেন, যেহেতু পরপর দু'সপ্তাহ বাজারে দারুণ উত্থান এসেছে এবং সামনের সপ্তাহে এক্সপায়ারি রয়েছে, তাই না বুঝে বিনিয়োগ করলে বিপদ হতে পারে। এক্সপায়ারি সপ্তাহে বাজারে ডামাডোল বৃদ্ধি পায়। তাই দেখা যায় যে, একদিনে যে শেয়ারের দাম ওপরে ছিল, সেটাই দিনের শেষে অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ এই লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ঘটনাবহুল ২০২০-র প্রায় শেষলগ্নে পৌঁছেছি আমরা। কোভিড-১৯ মহামারি শেয়ার বাজারে আতঙ্ক তৈরি করলেও, যাঁরা শেয়ার বাজারে আস্থা রেখেছিলেন তাঁরা বড় অঙ্কের মুনাফা করতে পেরেছেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এই লেখায় যেসব শেয়ার কেনার সুপারিশ করা হয়েছে তার ৮০-৯০ শতাংশই লক্ষ্যপূরণ করতে সফল হয়েছে।

বিগত কয়েক সপ্তাহের সোনার দৌড় নতুন শিখরে পৌঁছে দিল ভারতীয় শেয়ার বাজারকে। সর্বকালীন সেরা উচ্চতার রেকর্ড গড়ল সেনসেক্স (৪৪২১৫.৪৯) এবং নিফটি (১২৯৪৮.৮৫)। বৃহস্পতিবার সামান্য ধাক্কা খেলেও শুক্রবার ফের স্বমহিমায় ফিরেছে শেয়ার বাজার। অপ্রত্যাশিত এই উত্থান ফের অনিশ্চয়তার সরণিতে ফেরাল শেয়ার বাজারকে। করোনা মহামারির শুরুর দিকে, গত মার্চে সেনসেক্স এবং নিফটি নেমে গিয়েছিল যথাক্রমে ২৫৬৩৮.৯ এবং ৭৫১১.১০ পয়েন্টে। সে দিনের থেকে আজকের পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা হলেও বড় কোনও বাধাবিপত্তি ছাড়াই সূচকের এই টানা উত্থান আশঙ্কা তৈরি করছে। দীর্ঘ মেয়াদে ভারতীয় শেয়ার বাজার ইতিবাচক হলেও সামনের ২-৩ সপ্তাহ সূচক কেমন আচরণ করে এখন তাই দেখার। সূচকের অভিমুখ ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও যে কোনও সময়ে বড় মাপের সংশোধন হতে পারে। এমন প্রতিটি সংশোধনকেই ভালো মানের শেয়ার কেনার সুযোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

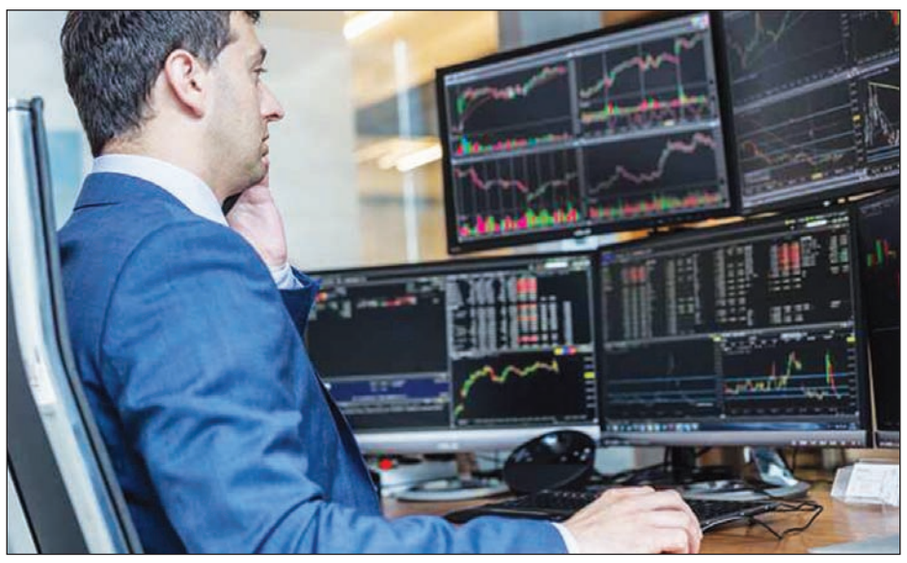

ঘটনাবহুল ২০২০-র প্রায় শেষলগ্নে পৌঁছেছি আমরা। কোভিড-১৯ মহামারি শেয়ার বাজারে আতঙ্ক তৈরি করলেও, যাঁরা শেয়ার বাজারে আস্থা রেখেছিলেন তাঁরা বড় অঙ্কের মুনাফা করতে পেরেছেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এই লেখায় যেসব শেয়ার কেনার সুপারিশ করা হয়েছে তার ৮০-৯০ শতাংশই লক্ষ্যপূরণ করতে সফল হয়েছে। গুটিকয়েক শেয়ার হয়তো প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে সেই শেয়ারগুলিও বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে। নতুন লগ্নির ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ার বাছাই করার পাশাপাশি সেই শেয়ারে লগ্নির সঠিক সময় নির্বাচন করাও জরুরি। কোনও একটি ক্ষেত্রের শেয়ারে লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শুধু নামী সংস্থার শেয়ারের পিছনে না ছুটে যেসব সংস্থা ভবিষ্যতে নামী হয়ে উঠতে পারে সেইসব শেয়ারের কথা ভাবতে হবে।

এখন শেয়ার বাজারে যেসব ইস্যু বড় প্রভাব ফেলবে তার মধ্যে অন্যতম হল করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই অনেক দেশে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ভারতেও ফের সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। ভ্যাকসিন নিয়ে আশা বাড়লেও তা এখনও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসেনি। শীতে সংক্রমণ আরও বাড়ার আশঙ্কা আছে। তাই এদিকেই সব থেকে বেশি নজর দিতে হবে। আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের উত্থান এবং নাগাড়ে বিদেশি লগ্নি প্রবাহ সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে। আগামীদিনে এর গতিপ্রকৃতিও সূচকের ওঠানামায় প্রভাব ফেলবে। চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জিডিপি সংকোচন কত হয় সেই পরিসংখ্যানও শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলবে। উৎসবের মরশুমে দেশে রেকর্ড কেনাবেচা হয়েছে। সেই চাহিদা কতটা বজায় থাকবে তার ওপরও নির্ভর করবে শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ।

বিগত কয়েক সপ্তাহ একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে সোনা-রুপোর দাম। আগামীদিনে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম অনেকটাই কমতে পারে।

লগ্নিতে নিয়মিত নজরদারি করতে হবে। ইতিবাচক মনোভাব এবং ধৈর্য ভারতীয় শেয়ার বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

১) ইরকন ইন্টারন্যাশনাল : বর্তমান মূল্য-৮৩.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২০/৫৮, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৭৯-৮১, মার্কেট ক্যাপ-৩৯২৯.০০, টার্গেট-১২৭।

২) হিন্দুস্তান অ্যারোনেটিক্স লিমিটেড : বর্তমান মূল্য-৭৭২.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪২৩/৪৪৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৭৪২-৭৫৮, মার্কেট ক্যাপ-২৫৮১৪.৭২, টার্গেট-১০০০।

৩) অয়েল ইন্ডিয়া : বর্তমান মূল্য-৯১.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৯/৬৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৮৭-৯০, মার্কেট ক্যাপ-৯৯১১.৪৬, টার্গেট-১২২।

৪) নিওজেন : বর্তমান মূল্য-৬৩৫.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮১৯/৩১০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬০৫-৬২০, মার্কেট ক্যাপ-১৪৮২.১০, টার্গেট-৭৮৫।

৫) সান ফার্মা : বর্তমান মূল্য-৫০৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৬৫/৩১৫, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪৮৫-৪৯৪, মার্কেট ক্যাপ-১২০৬৮৬.৫৫, টার্গেট-৫৭২।

৬) মিশ্র ধাতু নিগম : বর্তমান মূল্য-১৯৩.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৮/১৩৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৮৮-১৯২, মার্কেট ক্যাপ-৩৬২৫.০৩, টার্গেট-২৫৭।

৭) সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক : বর্তমান মূল্য-১৮২.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪৯/১১০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৭২-১৭৬, মার্কেট ক্যাপ-১৩৫০৫.৩৬, টার্গেট-২৪৫।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।